—ঃ দ্বিতীয় দীক্ষার জন্য প্রশ্নাবলী ঃ—

(মৌখিক)

(উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই যথাযথ হওয়া প্রয়োজন)

	ঠিক আছে	তারিখ
(ক) পরম সত্যের তিনটি প্রকাশ ব্যাখ্যা কর (পরম ব্রহ্ম) (খ) কোন কোন যোগ পন্থায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়? অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী ঃ— ১। পরমাত্মা, ভগবান বা ব্রহ্ম উপলব্ধিই কি পূর্ণ? অর্থাৎ তিন ধরণের উপলব্ধির মধ্যে কোনটি পূর্ণ? আজকের দিনে কোন পন্থা আত্মোপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত? ২। "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভক্তি যোগকে হৃদয়ে বীজ বপনের সঙ্গে তুলনা করেছেন (ভক্তিলতা বীজ), ভক্তিলতার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অন্যান্য ভগবৎ সেবার মাধ্যমে জল সেচন করা হয়।" মহাপ্রভু কোন দুই ধরণের বিপদ থেকে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছেন? এই বিপদগুলি থেকে ভক্ত কিভাবে ভক্তিলতাকে রক্ষা করতে পারে? ৩। ব্রাহ্মণের নয়নি গুণ কি কি? ৪। কিভাবে বাহ্যিক এবং আন্তরিক ভাবে উপরের গুণগুলির মধ্যে কোন তিনটি গুণকে ভগবৎ সেবায় লাগানো যেতে পারে তা উদাহরণ সহ বোঝাও। ৫। "আমি কে?" এটি হচ্ছে আত্মোপলব্ধির প্রাথমিক প্রশ্ন। অনুগ্রহ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে ব্যাখ্যা কর তুমি কে? ৬। জীবনের পরম সিদ্ধি কি? তা কিভাবে লাভ করা যায়? ৭। ভক্তিযোগের মাধ্যমে অতি সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কেন ভক্তরা এত ঝুকি নিয়ে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করতে চায়? ৮। পঞ্চতত্ত্ব কে কে? পঞ্চতত্ত্বরা কে কার প্রতিনিধি ব্যাখ্যা কর। ৯। মানুষ কি ভগবান হতে পারে? যদি হয় তবে পন্থাটি বর্ণনা কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ কি মানুষের মত? কোন শক্তির দ্বারা তিনি জড়জগতে অবতরণ করেন? ১০। ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা হয় কেন? ব্রাহ্মণকে তার বেশী দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে তার কার্য্যকলাপে আরও সতর্ক হতে হবে। দ্বিতীয় দীক্ষা গ্রহণের কি এমন সুযোগ সুবিধা আছে যার জন্য এটি এত মূল্যবান?		